সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৯৭
WEEKLY BOOKLET:397

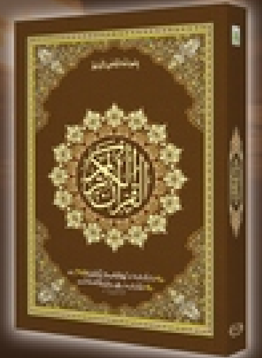

# ফয়যানে লাইলাতুল কদর


নেক আমলের পুস্তিকার বরকত ০৭
সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত কে? ০৯
মুসলমান, মু'মিন ও মুহাজিরের সংজ্ঞা ১৩
লাইলাতুল কদর গোপন কেন? ১৯

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

# ফয়যানে লাইলাতুল কদর(১)

**আত্তারের দোয়া:** হে দয়ালু আল্লাহ্! যে এই **"ফয়যানে লাইলাতুল কদর"** পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে ইবাদতের তৌফিক দান কর এবং তাকে পিতামাতা ও পরিবারসহ জান্নাতুল ফেরদাউসে বিনা হিসেবে প্রবেশাধিকার প্রদান কর। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে (ব্যক্তি) আমার প্রতি দিনে এক হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জান্নাতে নিজের ঠিকানা দেখে না নেয়।"

**(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৮, হাদীস ২২)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## লাইলাতুল কদরকে "লাইলাতুল কদর" বলা হয় কেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লাইলাতুল কদর অত্যন্ত বরকতময় রাত, একে লাইলাতুল কদর এজন্যই বলা হয় যে, এতে সারা বছরের

---

১. এই বিষয়বস্তু আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর "ফয়যানে রমযান" কিতাবের ১৮১ থেকে ২০২ পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া হয়েছে।



www.dawateislami.net

বিধানাবলী নির্ধারণ করা হয় এবং ফেরেশতাদেরকে সারা বছরের জন্য কাজে ও খেদমতে নিযুক্ত করা হয়। আর এটাও বলা হয়েছে যে, এই রাতটি অন্যান্য রাতের চেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদাবান হওয়ার কারণে একে লাইলাতুল কদর বলা হয় এবং এটাও বর্ণিত রয়েছে যে, যেহেতু এই রাতে নেক আমল সমূহ কবুল করা হয় ও আল্লাহ পাকের দরবারে তার গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাই একে লাইলাতুল কদর বলা হয়। **(তাফসীরে খাযিন, ৪/৪৭৩)** এবং আরও অসংখ্য মর্যাদা এই মোবারক রাতের রয়েছে।

বুখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে ঈমান ও নিষ্ঠার সাথে কিয়াম করলো (অর্থাৎ নামায পড়লো), তবে তার পূর্ববর্তী (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।” **(বুখারী, ১/৬৬০, হাদীস ২০১৪)**

## ৮৩ বছর ৪ মাস ইবাদতের চেয়ে বেশি সাওয়াব

এই পবিত্র রাত কখনোই অলসতায় অতিবাহিত করা উচিত নয়, এই রাতে ইবাদতকারীকে এক হাজার মাস অর্থাৎ ৮৩ বছর ৪ মাসের চেয়েও বেশি ইবাদতের সাওয়াব দান করা হয় এবং বেশির পরিমাণ যে কত আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই ভাল জানেন। এই মোবারক রাতের প্রতিটি মুহূর্ত নিরাপত্তাই নিরাপত্তা এবং এই নিরাপত্তা সুবহে সাদিক পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। এটি আল্লাহ পাকের বিশেষতম দয়া যে, তিনি এ মহান রাত কেবলমাত্র নিজের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় তাঁর উম্মতকে দান করেছেন। আল্লাহ পাক কুরআনে পাকে ইরশাদ করেন:



www.dawateislami.net

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ
اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰهُ فِیۡ لَیۡلَةِ الۡقَدۡرِ ۚ﴿۱﴾
وَ مَاۤ اَدۡرٰىکَ مَا لَیۡلَةُ الۡقَدۡرِ ؕ﴿۲﴾
لَیۡلَةُ الۡقَدۡرِ ۬ۙ خَیۡرٌ مِّنۡ اَلۡفِ شَهۡرٍ ؕ﴿۳﴾
تَنَزَّلُ الۡمَلٰٓئِکَةُ وَ الرُّوۡحُ فِیۡهَا
بِاِذۡنِ رَبِّهِمۡ ۚ مِنۡ کُلِّ اَمۡرٍ ۚ﴿ۛ۴﴾
سَلٰمٌ ۟ۛ هِیَ حَتّٰی مَطۡلَعِ الۡفَجۡرِ ٪﴿۵﴾

**(পারা ৩০, সূরা কদর, আয়াত ১-৫)**

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** আল্লাহ পাকের নামে আরম্ভ, যিনি পরম করুণাময়, দয়ালু। নিশ্চয় আমি সেটা কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি; এবং আপনি কি জানেন কদর রাত্রি কি? কদরের রাত হাজার মাস থেকে উত্তম। এতে ফিরিশতাগণ ও জিবরাঈল অবতীর্ণ হয়ে থাকে স্বীয় রবের আদেশে প্রত্যেক কাজের জন্য। ওটা- শান্তি- ভোর উদয় হওয়া পর্যন্ত।

মুফাসসিরীনে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام সূরা কদর প্রসঙ্গে বলেন: “এই রাতে আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদকে লাওহে মাহফুয থেকে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ করেন, অতঃপর প্রায় ২৩ বছরের সময়ের মধ্যে নিজের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ করেছেন।”

**(তাফসীরে সা’বী, ৬/২৩৯৮)**

নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমার উম্মতকে শবে কদর দান করেছেন এবং এই রাত তোমাদের পূর্বে কোন উম্মতকে প্রদান করেননি।

**(আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব, ১/১৭৩, হাদীস ৬৪৭)**

## হাজার মাসের চেয়েও উত্তম রাত

হযরত ইমাম মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি সারা রাত ইবাদত করতো এবং সারা দিন জিহাদে নিমগ্ন থাকতো আর এভাবে সে হাজারো মাস অতিবাহিত করে দিয়েছিলো, তাই আল্লাহ



www.dawateislami.net

পাক এই আয়াতে মোবারাকা অবতীর্ণ করেন: " لَيۡلَةُ الۡقَدۡرِ ۙ خَيۡرٌ مِّنۡ اَلۡفِ شَهۡرٍ " (কানযুল ঈমানের অনুবাদ: কদরের রাত হাজার মাস থেকে উত্তম) অর্থাৎ শবে কদরের কিয়াম (অর্থাৎ রাত জেগে নামায) এই আবিদের (অর্থাৎ ইবাদতকারী) এক হাজার মাস ইবাদতের চেয়ে উত্তম। **(তাফসীরে তাবারী, ২৪/৫৩৩)**

## আমাদের বয়স তো খুবই কম

আর "তাফসীরে আযিযী"তে বর্ণিত রয়েছে: সম্মানিত সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان যখন হযরত শামঊন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ইবাদত ও জিহাদের আলোচনা শুনলেন, তখন তাঁদের হযরত শামঊন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর প্রতি খুবই ঈর্ষা হলো এবং রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় খেদমতে আরয করলেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা তো অতি অল্প বয়সই পেয়েছি, তা থেকেও একটা অংশ ঘুমে চলে যায়, কিছুটা চলে যায় জীবিকার সন্ধানে, রান্না করানোর ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য পার্থিব কাজকর্মে কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। সুতরাং আমরাতো হযরত শামঊন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মতো ইবাদত করতেই পারবো না, এভাবে বনী ইস্রাঈলরা ইবাদতে আমাদের চেয়ে এগিয়ে যাবে।" রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা শুনে চিন্তিত হলেন, তখনই হযরত জিব্রাঈল আমীন عَلَيۡهِ السَّلَام সূরা কদর নিয়ে বরকতময় খেদমতে উপস্থিত হয়ে গেলেন এবং সান্ত্বনা দেয়া হলো যে, প্রিয় হাবীব (صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপনি ব্যথিত হবেন না, আপনার উম্মতকে আমি প্রতি বছর এমন একটি রাত দান করে দিয়েছি যে, যদি তারা ঐ রাতে ইবাদত করে, তবে (হযরত) শামঊন (رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ) এর হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষাও বেশি হয়ে যাবে।

**(তাফসীরে আযীযি থেকে সংক্ষেপিত, ৩/২৫৭)**

# কারামতের অধিকারী শামঊনের ঈমান তাজাকারী ঘটনা

হযরত শামঊন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সম্পর্কে “মুকাশাফাতুল কুলুব” এ একটি খুবই ঈমান তাজাকারী ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, এর সারমর্ম কিছুটা এরূপ: বনী ইসরাঈলের এক বুযুর্গ হযরত শামঊন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাজার মাস ধরে এভাবে ইবাদত করেছেন যে, রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং দিনে রোযা রাখার পাশাপাশি আল্লাহ্ পাকের পথে কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াইও করতেন। তিনি এতোই শক্তিশালী ছিলেন যে, লোহার ভারী ও শক্ত শিকল হাতে ভেঙ্গে ফেলতেন। অপদস্ত কাফিররা যখন দেখলো যে, হযরত শামঊন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বিরুদ্ধে কোন চক্রান্তই কাজে আসছেনা, তখন পরস্পর পরামর্শ করার পর অনেক ধন সম্পদের লোভ দেখিয়ে তাঁর স্ত্রীকে এই বিষয়ে সম্মত করলো যে, সে কোন রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় সুযোগ পেলে তাঁকে খুবই মজবুত রশি দিয়ে বেঁধে তাদের নিকট সমর্পণ করে দেবে, অবিশ্বস্ত স্ত্রী তাই করলো। যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জাগ্রত হলেন এবং নিজেকে রশিতে বন্দী অবস্থায় পেলেন, তখন দ্রুত নিজের শরীরকে নাড়া দিলেন, তখন দেখতে না দেখতেই রশিগুলো ছিঁড়ে গেলো এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুক্ত হয়ে গেলেন। অতঃপর তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন: “আমাকে কে বেঁধেছে?” অবিশ্বস্ত স্ত্রী মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলে দিলো যে, আমিতো আপনার শক্তির পরীক্ষা করার জন্য এমন করেছিলাম, বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে গেলো।

অবিশ্বস্ত স্ত্রী আবারো সুযোগের অপেক্ষায় রইলো, একবার আবারো যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ গভীর নিদ্রায় বিভোর হলেন, তখন ঐ নিষ্ঠুর স্ত্রী তাঁকে লোহার শিকল দিয়ে ভালভাবে বেঁধে ফেললো। যখনই তাঁর ঘুম ভাঙ্গলো,

তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এক টানে শিকলের একেকটা কড়া ছিন্ন করে ফেললেন এবং মুক্ত হয়ে গেলেন। স্ত্রী এটা দেখে অস্থির করে উঠলো কিন্তু পুনরায় প্রতারণা করে একই কথা বললো যে, “আমি তো আপনাকে পরীক্ষা করছিলাম।” কথা প্রসঙ্গে (হযরত) শামঊন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর স্ত্রীর নিকট নিজের রহস্য ফাঁস করে বললেন: আমার প্রতি আল্লাহ পাক বড়ই অনুগ্রহ করেছেন, তিনি আমাকে তাঁর বেলায়াতের মর্যাদা দান করেছেন, আমার উপর দুনিয়ার কোন জিনিসই প্রভাব বিস্তার করতে পারবেনা কিন্তু “আমার মাথার চুল” ছাড়া। চালাক স্ত্রী সব কথা বুঝে গেলো। হায়! তাকে দুনিয়ার ভালবাসা অন্ধ করে দিয়েছিলো। অবশেষে একবার সুযোগ পেয়ে সে তাঁকে তার আটটি ঐ চুল দিয়ে বেধেঁ নিলো, যেগুলোর দৈর্ঘ্য ছিল মাটি পর্যন্ত। (তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ছিলেন পূর্ববর্তী উম্মতের বুযুর্গ, আমাদের প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চুলের সুন্নাত হলো, অর্ধ কান, পুরো কান এবং মোবারক কাঁধ পর্যন্ত। কাঁধের নিচ পর্যন্ত পুরুষের চুল বৃদ্ধি করা হারাম।) তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ চোখ খুলেই খুবই শক্তি প্রয়োগ করলেন কিন্তু মুক্ত হতে পারলেন না। দুনিয়ার সম্পদের নেশায় মত্ত হয়ে অবিশ্বস্ত মহিলা নিজের নেক ও পরহেযগার স্বামীকে শত্রুদের হাতে অর্পন করে দিলন।

দুষ্ট কাফিররা হযরত শামঊন (رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ) কে একটি খুঁটির সাথে বেঁধে ফেললো এবং অত্যন্ত নির্মমভাবে তাঁর ঠোঁট ও কান কেটে ফেললো। তখন এই নেক বান্দা আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলো যে, তাঁকে যেন এই বাঁধন খোলার শক্তি দান করা হয় এবং সেই কাফেরদের উপর ছাদ সহ এই খুঁটি ধ্বসিয়ে দেয় আর তাদের থেকে তাঁকে যেন মুক্তি দেয়।

সুতরাং আল্লাহ পাক তাঁকে শক্তি দিলেন, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নাড়া দিলে সেই বাঁধন খুলে গেলো, তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সেই খুঁটিটি নাড়লেন, যার কারণে ছাদটি কাফেরদের উপর ধসে পড়লো এবং তারা সবাই ধ্বংস হয়ে গেলো আর সেই নেক বান্দাকে আল্লাহ পাক মুক্ত করে দিলেন।

**(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৩০৬ পৃষ্ঠা)**

## হায়! আমাদের নিকট গুরুত্ব কিসের!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা! আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের প্রতি কিরূপ দয়াবান এবং তিনি আমাদের উপর কিরূপ মহান দয়া করেছেন, যদি শবে কদরে ইবাদত করে নিই, তবে এক হাজার বছরের ইবাদতের চেয়েও বেশি সাওয়াব পেয়ে যাব কিন্তু হায়! আমাদের নিকট শবে কদরের গুরুত্ব কোথায়! একদিকে এই সম্মানিত সাহাবায়ে কিরামরাই عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان তো ছিলেন, যাঁদের আফসোসের কারণে আমরা সবাই এতো বড় পুরুস্কার কোন রূপ প্রার্থনা ছাড়াই পেয়ে গেলাম! নিশ্চয়ই তাঁরা এর সম্মানও দিয়েছেন, কিন্তু আফসোস! আমরা এর সম্মানও দিলাম না! হায়! প্রতি বছরই পাওয়া এই মহান নেয়ামতকে আমরা উদাসীনতায় অতিবাহিত করে দিই।

## নেক আমলের পুস্তিকার বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্তরে শবে কদরের মহত্ব বৃদ্ধি করতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। اَلۡحَمۡدُ لِله মুসলমানদেরকে নেককার ও নামাযী বানানোর জন্যে ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২টি, ইসলামী বোনদের জন্য

৬৩টি, ইলমে দ্বীনের ছাত্রদের জন্য ৯২টি এবং ছাত্রীদের জন্য ৮৩টি, মাদানী মুন্না ও মুন্নীদের জন্য ৪০টি, বিশেষ ইসলামী ভাইদের (অর্থাৎ বোবা, বধির ও অন্ধদের) জন্য ২৫টি এবং কয়েদীদের জন্য ৫২টি 'নেক আমল' প্রশ্নাকারে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণ (তথা নিজ আমলের হিসাব) করে দৈনিক 'নেক আমল' এর পুস্তিকা পূরণ করে দাওয়াতে ইসলামীর স্থানীয় যিম্মাদারকে প্রত্যেক মাদানী মাস তথা আরবী মাসের প্রথম তারিখেই জমা করিয়ে দিতে হয়। জানিনা 'নেক আমল' রিসালা কতযে ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত করেছে! এর একটি ঝলক লক্ষ্য করুন! নিউ করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এরূপ যে, এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেব যিনি দাওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমার বড় ভাইজানকে নেক আমলের একটি পুস্তিকা উপহার স্বরূপ দিলেন। ভাইজান ঘরে এসে যখন পড়লেন তখন আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে, এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় একজন মুসলমানের ইসলামী জীবন ধারণের এতোই সুন্দর সূত্র দেওয়া হয়েছে! "নেক আমলের পুস্তিক " পাওয়ার বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه তিনি নামাযের প্রেরণা পেলেন এবং জামাআত সহকারে নামায আদায়ের জন্য মসজিদে উপস্থিত হয়ে গেলন এবং এখন তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযী হয়ে গেছেন, দাঁড়ি মোবারকও সাজিয়ে নিলেন এবং নেক আমলের পুস্তিকাও পূরণ করে থাকেন।

## নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ কারীদের জন্য মহান সুসংবাদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেক আমলের পুস্তিকা পুরণকারীরা কিরূপ সৌভাগ্যবান, এর অনুমান এই মাদানী বাহার দ্বারা করুন: যেমন;



www.dawateislami.net

যমযম নগর (হায়দারাবাদ, বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ) এর এক ইসলামী ভাইয়ের কিছুটা এরূপ শপথমূলক বর্ণনা হচ্ছে যে, ১৪২৬ হিজরীর রজবুল মুরাজ্জব মাসের এক রাতে স্বপ্নে আমার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারতের মহান সৌভাগ্য নসীব হলো। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঠোঁট মোবারক নড়ে উঠলো এবং রহমতের ফুল ঝড়তে লাগলো, শব্দগুচ্ছ কিছুটা এরূপ সজ্জিত ছিলো: যে এই মাসে নিয়মিত নেক আমল সম্পর্কিত ফিকরে মদীনা[1] করবে আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

মাদানী ইনআমাত কি ভী মারহাবা কিয়া বাত হে
কুরবে হক কে তালিবোঁ কে ওয়াস্তে সওগাত হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই রাত চর্তুদিক থেকেই কল্যাণ ও নিরাপত্তার জামিনদার। এই রাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রহমতই রহমত। মুফাসসিরীণে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: "এই রাত সাপ, বিচ্ছু, বিপদাপদ, বালা-মুসিবত এবং শয়তান থেকেও নিরাপদ, এই রাতে নিরাপত্তাই নিরাপত্তা নিহিত।"

## সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত কে?

হযরত আনাস বিন মালিক رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একবার যখন রমযান শরীফের মাস তাশরীফ আনলো, তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

---

১. দাওয়াতে ইসলামীর পরিভাষায় এখন মাদানী ইনআমাতকে নেক আমল এবং ফিকরে মদীনাকে পর্যবেক্ষণ বলা হয়।



www.dawateislami.net

ইরশাদ করেন: "তোমাদের নিকট এই মাসটি এসেছে, যাতে একটি রাত এমনও রয়েছে, যা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে ব্যক্তি এই রাত থেকে বঞ্চিত রয়ে গেলো, সে যেন সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেলো আর এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকতো না কিন্তু ঐ ব্যক্তিই বঞ্চিত যে প্রকৃতপক্ষেই বঞ্চিত।" **(ইবনে মাজাহ, ২/২৯৮, হাদীস ১৬৪৪)**

## সবুজ পতাকা

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি বাণীর অংশ বিশেষ হচ্ছে: "যখন শবে কদর আসে তখন আল্লাহ পাকের নির্দেশে (হযরত) জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) একটি সবুজ পতাকা নিয়ে ফেরেশতাদের অনেক বড় বাহিনী নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন (এবং অপর এক বর্ণনানুযায়ী: "এই ফেরেশতাদের সংখ্যা পৃথিবীর কঙ্করের চেয়েও বেশী হয়ে থাকে।)" এবং ওই সবুজ পতাকা কাবা শরীফের উপর লাগিয়ে দেন। (হযরত) জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) এর ১০০টি বাহু রয়েছে, যার মধ্য থেকে দু'টি বাহু শুধু এই রাতে খুলে থাকে, সেই বাহুদ্বয় পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত হয়ে যায়, অতঃপর (হযরত) জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেন, যে সকল মুসলমান আজ রাতে কিয়াম, নামায বা আল্লাহ পাকের যিকিরে নিমগ্ন রয়েছে, তাদের সাথে সালাম ও মুসাফাহা (করমর্দন) কর, তাছাড়া তাদের দোয়ায় আমীনও বলো। সুতরাং ভোর পর্যন্ত এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। ভোর হতেই (হযরত) জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) ফেরেশতাদেরকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ফেরেশতারা আরয করেন: হে জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام)! আল্লাহ পাক উম্মতে মুহাম্মদী (عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর প্রার্থনাগুলোর ব্যাপারে কী করেছেন? (হযরত) জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) বলেন: "আল্লাহ



www.dawateislami.net

পাক তাদের প্রতি বিশেষ দয়ার দৃষ্টি দান করেছেন এবং চার ধরণের লোক ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।” সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আরয করলেন: “ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ওই চার ধরণের লোক কারা? ইরশাদ করলেন: (১) প্রথমত মদ্যপায়ী (২) দ্বিতীয়ত মাতাপিতার অবাধ্য (৩) তৃতীয়ত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং (৪) চতুর্থত ওই সব লোক যারা পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করে এবং পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারী।” **(শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৩৬, হাদীস ৩৬৯৫)**

## ঝগড়ার কুফল

হযরত উবাদা ইবনে সামিত رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাইরে তাশরীফ নিয়ে আসলেন, যাতে আমাদেরকে শবে কদর সম্পর্কে বলবেন (তা কোন রাত)। দু’জন মুসলমান পরস্পর ঝগড়া করছিলো। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “আমি এজন্য এসেছিলাম যে, তোমাদেরকে শবে কদর সম্পর্কে বলবো কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তি ঝগড়া করছিলো, এ কারণে এর নির্দিষ্টকরণ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং হতে পারে এতেই তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত, এখন একে (শেষ দশদিনের) ২৯তম, ২৭তম এবং ২৫তম রাতে তালাশ কর।” **(বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ২০২৩)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ “মিরআত” ৩য় খন্ডের ২১০ পৃষ্ঠায় এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ আমার জ্ঞান থেকে এর নির্ণয়করণ দূর করে দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, উদ্দেশ্য এমন নয় যে, শবে কদরই নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে, এখন থেকে তা আর আসবেই না।



www.dawateislami.net

জানা গেলো, দুনিয়াবী ঝগড়া হচ্ছে অশুভ, এর কুপ্রভাব অনেক বেশি, এর কারণে আল্লাহ পাকের চলে আসা রহমত থেমে যায়।

## আমরা তো ভদ্রের সাথে ভদ্র আর...

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানের পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করা রহমত থেকে দুরে ছিটকে পড়ার কারণ হয়ে যায় কিন্তু হায়! এখন কে কাকে বুঝাবে! আজকালতো খুবই গর্ব সহকারে বলা হয় যে, “মিঞা! এই দুনিয়ায় ভদ্র হয়ে জীবন যাপন করাই যায় না, আমরাতো ভদ্রের সাথে ভদ্র আর বদমাশের সাথে বদমাশ!” শুধু এটা বলে ক্ষান্ত হয় না, এখনতো সামান্য কথায়ও প্রথমে গালাগালি, অতঃপর হাতাহাতি, এরপর ছুরি চালনা বরং গোলাগুলি পর্যন্ত হয়ে যায়। আফসোস! আজকাল কিছু মুসলমান কখনো পাঠান হয়ে, কখনো পাঞ্জাবী দাবী করে, কখনো মুহাজির হয়ে, কখনো সিন্ধী ও বেলুচী জাতীয়তাবাদের শ্লোগান দিয়ে একে অপরের গলা কাটছে, একে অপরের সহায় সম্পত্তিতে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। পরস্পর একে অপরের বিরুদ্ধে শুধু বংশীয় ও ভাষাগত পার্থক্যের ভিত্তিতে যুদ্ধ বিগ্রহ করে যাচ্ছে। ওহে মুসলমানেরা! আপনারাতো একে অপরের রক্ষক ছিলেন, আপনাদের কী হয়ে গেছে? প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বপূর্ণ বাণী তো এমন যে, “মুমিনদের উদাহরণ তো একটি শরীরের মতোই, যদি একটি অঙ্গ কষ্ট পায়, তবে পুরো দেহই সেই কষ্ট অনুভব করে।” **(বুখারী, ৪/১০৩, হাদীস ৬০১১)**

**মুবতালায়ে দরদ কোয়ী উযয়ো হো রোতী হে আখেঁ**
**কিস কদর হামদরদ সারে জিসম কি হোতী হে আখেঁ**



www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের পরস্পরের সাথে ঝগড়া বিবাদ করার পরিবর্তে একে অপরের প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করা উচিত। মুসলমান একে অপরকে প্রহারকারী, হত্যাকারী ও লুণ্ঠনকারী হতে পারে না।

## মুসলমান, মুমিন ও মুহাজিরের সংজ্ঞা

হযরত ফুযালা বিন উবাইদ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিদায় হজ্জের সময় ইরশাদ করেন: "তোমাদেরকে কি মুমিন সম্পর্কে বলবো না?" অতঃপর ইরশাদ করেন: "মুমিন হচ্ছে সে, যার কাছ থেকে অন্য মুসলমান নিজের প্রাণ ও নিজের সম্পদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকে এবং মুসলমান হচ্ছে সে, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকে আর মুজাহিদ হচ্ছে সে, যে আল্লাহ পাকের আনুগত্যের ক্ষেত্রে নিজের নফসের সাথে জিহাদ করে ও মুহাজির হচ্ছে সে, যে ভুল ভ্রান্তি ও গুনাহ থেকে দূরত্ব অবলম্বন করে।" **(মুস্তাদরাক, ১/১৫৮, হাদীস ২৪)** আরো ইরশাদ করেন: "মুসলমানের জন্য জায়িয নেই যে, অপর মুসলমানের দিকে চোখ দ্বারা এমনভাবে ইঙ্গিত করবে, যার কারণে কষ্ট অনুভূত হয়। **(ইত্তিহাফুস সাদাত, ৭/১৭৭)** এক স্থানে ইরশাদ করেন: কোন মুসলমানের জন্য জায়িয নেই যে, সে কোন মুসলমানকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে।" **(আবু দাউদ, ৪/৩৯১, হাদীস ৫০০৪)**

তরিকে মুস্তফা কো ছোড়না হে ওয়াজহে বরবাদী
ইসি সে কওম দুনিয়া মে হোয়ী বে ইকতিদার আপনি



www.dawateislami.net

## অসহনীয় চুলকানী

হযরত মুজাহিদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "দোযখীদেরকে এমন চুলকানীতে লিপ্ত করে দেওয়া হবে যে, চুলকাতে চুলকাতে তাদের চামড়া খসে পড়বে, এমনকি তাদের মধ্যে কারো কারো হাঁড় প্রকাশ পেয়ে যাবে। অতঃপর আহ্বান করা হবে, হে অমুক: এতে কি কষ্ট হচ্ছে? তারা বলবে: হ্যাঁ। তখন তাদেরকে বলা হবে: "দুনিয়ায় তোমরা যে মুসলমানদেরকে কষ্ট দিতে, এটা তারই শাস্তি।" **(ইত্তিহাফুস সাদাত, ৭/১৭৫)**

## কষ্ট দূর করার সাওয়াব

হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি এক ব্যক্তিকে জান্নাতে ঘুরতে দেখেছি যে, যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে চলে যাচ্ছিলো, কেননা সে এই দুনিয়ায় এমন একটি গাছ রাস্তা থেকে কেটে দিয়েছে, যা মানুষকে কষ্ট দিতো।" **(মুসলিম, ১৪১০ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৬১৮)**

## লড়াই করলে, নফসের সাথে কর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বরকতময় হাদীসগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন এবং পরস্পর ঝগড়া বিবাদ এবং লুটপাট করা থেকে বিরত থাকুন। যদি লড়াই করতেই হয়, তবে অভিশপ্ত শয়তানের সাথে করুন, নফসে আম্মারার সাথে লড়াই করুন, জিহাদের সময় দ্বীনের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করুন কিন্তু পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাকুন।

**ফরদে কায়েম রাবতে মিল্লাত সে হে তানহা কুছ নেহী**
**মওজ হে দরিয়া মে অওর বেরুনে দরিয়া কুচ নেহী**



www.dawateislami.net

## প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুচকি হাসছিলেন!

اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে কোন প্রকারের ভাষাগত এবং জাতিগত মতভেদ নেই, প্রত্যেক ভাষার এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মানুষ প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়াময় আঁচলে আশ্রয় নিয়ে থাকে। আপনিও সর্বদা দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন এবং ইশকে রাসূলে صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিভোর হয়ে জীবন যাপনের জন্য নিজেকে নেক আমলের আদলে সাজিয়ে নিন। মনোযোগ ও উৎসাহের জন্য একটি সুন্দর সুগন্ধীময় মাদানী বাহার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি, আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচীতে কাফেলা কোর্স করার জন্য আগত রাওয়াল পিন্ডির এক মুবাল্লিগ শপথমূলক যা কিছু লিখে দিয়েছেন তার সারমর্ম হচ্ছে: আমি আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় ঘুমিয়ে ছিলাম, কপালের চোখ বন্ধ হতেই اَلْحَمْدُ لِلّٰه অন্তরের চোখ খুলে গেলো, স্বপ্নের জগতে দেখলাম নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি উচ্চ স্থানে উপবিষ্ট আছেন, পাশেই নেক আমলের পুস্তিকার বস্তা রাখা ছিলো। রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নেক আমলের একেকটি পুস্তিকা মুচকি হাসতে হাসতে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। অতঃপর আমার চোখ খুলে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد



www.dawateislami.net

## জাদুকরের জাদু ব্যর্থ

হযরত ইসমাঈল হক্বী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ উদ্ধৃত করেন: এই রাত বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা প্রদানকারী, এতে কল্যাণই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। আর এতে শয়তানের মন্দ কাজ করানোর ক্ষমতা থাকে না এবং জাদুকরের জাদু এতে চলে না। **(তাফসীরে রুহুল বয়ান, ১০/৪৮৫)**

## শবে কদরের নিদর্শন

হযরত উবাদা বিন সামিত رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে শবে কদর সম্পর্কে প্রশ্ন করলে আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "শবে কদর রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিনের বিজোড় রাতগুলোতে একুশতম, তেইশতম, পঁচিশতম, সাতাশতম কিংবা উনত্রিশতম রাতে তালাশ কর। তবে যে কেউ ঈমান সহকারে সাওয়াবের নিয়্যতে এই মোবারক রাতগুলোতে ইবাদত করে, তার পূর্বাপর গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। এর নিদর্শনের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, ওই মোবারক রাত বিস্তৃত, আলোকিত এবং একেবারে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হবে, এতে না বেশি গরম হবে, না বেশি ঠান্ডা বরং এ রাত মাঝামাঝি (নাতিশীতোষ্ণ) হয়, এমন মনে হয় যেন এতে চাঁদ বিস্তৃত হয়ে থাকে, এই পুরো রাতে শয়তানদেরকে আকাশের নক্ষত্র ছুঁড়ে মারা হয় না। আরো নিদর্শনের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, এই রাত অতিবাহিত হওয়ার পর যে ভোর আসে, তাতে সূর্য আলোকরশ্মি বিহীন উদিত হয় এবং তা এমন হয় যেন চৌদ্দ তারিখের চাঁদ। আল্লাহ পাক সেই দিন সূর্যোদয়ের সাথে শয়তানকে বের হতে বাধা দেন।" (এই



www.dawateislami.net

দিন ব্যতীত প্রত্যেক দিন সূর্যের সাথে সাথে শয়তানও বের হয়ে যায়) **(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৮/৪০২, ৪১৪, হাদীস ২২৮২৯)**

## শবে কদর গোপন রাখার রহস্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাদীসে পাকে বর্ণিত হয়েছে যে, রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিনের বিজোড় রাতগুলোতে বা শেষ রাতের মধ্যে, চাই তা ৩০তম রাতই হোক বা যেকোন এক রাতে শবে কদর রয়েছে। এই রাতকে গোপন রাখার একটি রহস্য এটাও যে, মুসলমানরা এই রাতের অন্বেষণে প্রতিরাতে আল্লাহ পাকের ইবাদতে অতিবাহিত করার চেষ্টা করবে যে, জানিনা কোন রাতে শবে কদর হয়।

## সমুদ্রের পানি মিষ্টি লেগেছে (ঘটনা)

হযরত উসমান ইবনে আবুল আস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর গোলাম তাঁর নিকট আরয করলো: "হে আমার মুনিব (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ)! নৌকা চালনায় আমার জীবনের একটি অংশ অতিবাহিত হয়েছে, আমি সমুদ্রের পানিতে একটি আশ্চার্যজনক বিষয় অনুভব করেছি।" জিজ্ঞাসা করলেন: "সেই আশ্চর্যজনক বিষয়টি কী?" আরয করলো: "হে আমার মুনিব (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ)! প্রতি বছর এমন একটি রাতও আসে, যে রাতে সমুদ্রের পানি মিষ্টি হয়ে যায়।" তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ গোলামকে বললেন: "এবার খেয়াল রেখো, যখনই পানি মিষ্ট হয়ে যাবে আমাকে জানাবে।" যখন রমযানের ২৭তম রাত আসলো, তখন গোলাম মুনিবের কাছে আরয করলো যে, "মুনিব! আজ সমুদ্রের পানি মিষ্টি হয়ে গেছে।" **(তাফসীরে আযীযি, ৩/২৫৮। তাফসীরে কবীর, ১১/২৩০)** আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم



www.dawateislami.net

## আমরা নিদর্শন কেন দেখিনা?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শবে কদরের বিভিন্ন নিদর্শনের আলোচনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আমাদের জীবনের অনেক বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, প্রতি বছর শবে কদর আসছে এবং চলে যাচ্ছে কিন্তু আমরাতো এখনো পর্যন্ত এর নিদর্শন দেখতে পেলাম না? এর উত্তরে ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: এসব বিষয়ের সম্পর্ক কাশফ ও কারামাতের সাথে, তা সাধারণ মানুষ দেখবে না। শুধুমাত্র তারাই দেখবে, যাঁদের অন্তদৃষ্টির নেয়ামত অর্জিত রয়েছে। সর্বদা গুনাহের আবর্জনায় নিমজ্জিত থাকা গুনাহগার লোক এসব দৃশ্য কিভাবে দেখতে পাবে!

আঁখ ওয়ালা তেরে জওবন কা তামাশা দেখে
দীদায়ে কোর কো কিয়া আয়ে নযর কিয়া দেখে

## বিজোড় রাতগুলোতে তালাশ কর

সকল মুসলমানের আম্মাজান হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত; আমার মাথার মুকুট, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "শবে কদরকে রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিনের বিজোড় রাতগুলোতে (অর্থাৎ একুশতম, তেইশতম, পঁচিশতম, সাতাইশতম ও উনত্রিশতম রাতে) তালাশ কর।" **(বুখারী, ১/৬৬২, হাদীস ২০১৭)**

## শেষ সাত রাতে তালাশ কর

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُمَا থেকে বর্ণিত: নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কিছু সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان কে শেষ সাত রাতে শবে কদর দেখানো হয়েছে। প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি দেখছি যে, তোমাদের স্বপ্ন শেষ সাত রাতে সম্মত হয়ে গেছে। তাই এর তালাশকারীরা যেন তা শেষ সাত রাতে তালাশ করে।"

**(বুখারী, ১/৬৬০, হাদীস ২০১৫)**

## লাইলাতুল কদর গোপন কেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের পবিত্র নিয়ম হচ্ছে যে, তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নিজ ইচ্ছায় বান্দাদের নিকট গোপন রেখেছেন। যেমন বর্ণিত আছে: "আল্লাহ পাক নিজের সন্তুষ্টিকে নেকীর মাঝে, নিজের অসন্তুষ্টিকে গুনাহের মাঝে এবং আপন আউলিয়াদের رَحِمَهُمُ اللّٰه কে তাঁর বান্দাদের মাঝে গোপন রেখেছেন।" **(আখলাখুস সালেহীন, ৫৬ পৃষ্ঠা)** এর মূল কারণ হচ্ছে যে, বান্দারা যেন ছোট মনে করে কোন নেকী ছেড়ে না দেয়। কেননা সে জানে না যে, আল্লাহ পাক কোন নেকীতে সন্তুষ্ট হবেন, হতে পারে বাহ্যিকভাবে অতি নগণ্য নেকীতেই আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হবেন। যেমন; কিয়ামতের দিন একজন গুনাহগার ব্যক্তিকে শুধুমাত্র একারণেই ক্ষমা করে দেওয়া হবে যে, সে এক পিপাসার্ত কুকুরকে দুনিয়ায় পানি পান করিয়েছিলো। অনুরূপভাবে নিজের অসন্তুষ্টিকে গুনাহের মাঝে গোপন রাখার রহস্য হচ্ছে যে, বান্দা যেন কোন গুনাহকে ছোট মনে করে সম্পন্ন করে না বসে, ব্যস যেন গুনাহ থেকে বাঁচতে থাকে। কেননা তারা জানে না যে, আল্লাহ পাক কোন গুনাহের কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন? অনুরূপভাবে



www.dawateislami.net

আউলিয়া কিরামকে رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বান্দাদের মাঝে এজন্যই গোপন রেখেছেন যে, মানুষ যেন প্রত্যেক নেককার, শরীয়তের অনুসারী মুসলমানের প্রতি যত্নবান ও সম্মান বজায় রাখে, কেননা হতে পারে, "তিনি" আল্লাহ পাকের ওলী। যখন আমরা নেক লোকদের প্রতি মন থেকে সম্মান করবো, কু-ধারণা থেকে বিরত থাকবো এবং সকল মুসলমানকে নিজের চেয়ে উত্তম মনে করতে থাকবো, তখন আমাদের সমাজও সঠিক হয়ে যাবে এবং اِنْ شَآءَالله আমাদের পরকালও সজ্জিত হয়ে যাবে।

## হিকমতের মাদানী ফুল

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'তাফসীরে কবীর' এ বলেন: আল্লাহ পাক শবে কদরকে কয়েকটি কারণে গোপন রেখেছেন। প্রথমত: যেভাবে অন্যান্য জিনিসকে গোপন রেখেছেন, যেমন আল্লাহ পাক নিজের সন্তুষ্টিকে আপন আনুগত্যে গোপন রেখেছেন, যেন বান্দা প্রতিটি আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ অর্জন করে, নিজের গজবকে গুনাহের মাঝে গোপন রেখেছেন, যেন প্রত্যেক গুনাহ থেকে বিরত থাকে, আপন ওলীদের মানুষের মাঝে গোপন রেখেছেন, যেন লোকেরা সবাইকে সম্মান করে, দোয়া কবুল হওয়াকে দোয়ার মাঝে গোপন রেখেছেন, যেন সবাই দোয়ায় অতিশয়োক্তি করে এবং ইসমে আযমকে নাম সমূহের মধ্যে গোপন রেখেছেন, যেন সবাই নাম মোবারকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। 'সালাতে উসতা'কে নামাযের মাঝে গোপন রেখেছেন, যেন সবাই নামাযের প্রতি যত্নবান হয় এবং তাওবা কবুল হওয়াকে গোপন রেখেছেন, যেন বান্দা প্রত্যেক প্রকারের তাওবা সর্বদা করতে থাকে এবং মৃত্যুর সময়কে গোপন রেখেছেন, যেন বান্দা ভয় করতে থাকে। অনুরূপভাবে শবে কদরকেও



www.dawateislami.net

গোপন রেখেছেন, যেন রমযানুল মোবারকের সকল রাতের প্রতি সম্মান দেখায়। দ্বিতীয়ত: অনুরূপ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: যদি আমি শবে কদরকে নির্দিষ্ট করে (তোমাদের নিকট প্রকাশ করে) দিতাম এবং আমি তোমাদের গুনাহের কথাও জানি, তবে যদি কখনো প্রবৃত্তির তাড়না তোমাদেরকে এ রাতে গুনাহের নিকটে নিয়ে যায় এবং তোমরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ো, তবে তোমার এ রাত সম্পর্কে জানা থাকা সত্ত্বেও গুনাহ করা, না জেনে গুনাহ করার চেয়ে বেশী জঘন্য হতো, সুতরাং এ কারণেই আমি একে গোপন রেখেছি। তৃতীয়ত: আমি এ রাতকে গোপন রেখেছি, যেন বান্দা এর তালাশে পরিশ্রম করে এবং এই পরিশ্রমের সাওয়াব অর্জন করে। চতুর্থত: যখন বান্দা শবে কদর সম্পর্কে নিশ্চিত হবে না, তখন রমযানুল মোবারকের প্রতিটি রাতে আল্লাহ পাকের ইবাদত করার চেষ্টা করবে, এ আশায় যে, হয়তো এই রাতটিই শবে কদর।

**(তাফসীরে কবীর, ১১/২৯)**

## বছরের যে কোন রাত শবে কদর হতে পারে

শবে কদরের নির্দিষ্টকরণের ক্ষেত্রে ওলামায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام অনেক মতভেদ পাওয়া যায়। এমনকি কিছু বুযুর্গের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মতে শবে কদর পুরো বছর ঘুরতে থাকে, যেমন: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: শবে কদর ওই ব্যক্তিই পেতে পারে, যে পুরো বছরই রাতের প্রতি মনযোগ রাখে। **(তাফসীরে কবীর, ১১/২৩০)** এ অভিমতকে সমর্থন করে ইমামুল আরিফীন শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি শাবানুল মুয়াযযমের ১৫তম রাত (অর্থাৎ শবে বরাত) এবং একবার শাবানুল মুয়াযযমের ১৯তম রাতে শবে কদর পেয়েছি। তাছাড়া



www.dawateislami.net

রমযানুল মোবারকের ১৩তম রাত এবং ১৮তম রাতেও দেখেছি, এবং বিভিন্ন বছরে রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিনের বিজোড় রাতগুলোতে তা পেয়েছি। তিনি আরো বলেন: যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শবে কদর রমযানুল মোবারকেই পাওয়া যায়, তবুও আমার অভিজ্ঞতা তো এটাই যে, এটি পূর্ণ বছরই ঘুরতে থাকে, এর জন্য কোন এক রাতই নির্দিষ্ট নয়।

**(ইত্তিহাফুস সাদাত, ৪/৩৯২)**

## রহমতে কাওনাইন صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শায়খাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا সহ আগমন

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে রমযানুল মোবারকের ইতিকাফের অনেক বাহার হয়ে থাকে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ইসলামী ভাইয়েরা মসজিদে ও ইসলামী বোনেরা 'মসজিদে বায়তে' (ঘরের নির্ধারিত স্থানে) ইতিকাফের সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে এবং অনেক নূরানিয়্যত অর্জন করে, উৎসাহের জন্য একটি মাদানী বাহার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে: লিয়াকতপুর, জেলা রহিম ইয়ার খাঁন, পাঞ্জাবের এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংর্শ হচ্ছে: আমি সিনেমার এতই আসক্ত ছিলাম যে, আমাদের গ্রামের সিডির দোকানের প্রায় অর্ধেক সিডি দেখে ফেললাম। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ তালবানী গ্রামের মাদানী মসজিদে রমযান মোবারকের (১৪২২ হিজরী, ২০০১ সাল) শেষ দশ দিনে আমার ইতিকাফ করার সৌভাগ্য নসীব হয়ে গেলো। দাওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূলের সাহচর্যের বরকতের কথা কী আর বলবো! ২৭ রমযান মোবারকের স্মরণীয় ঈমান তাজাকারী ঘটনা নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বর্ণনা করছি: সারারাত জাগ্রত থেকে আমি খুবই কেঁদে কেঁদে প্রিয় নবী



www.dawateislami.net

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদারের প্রার্থনা করেছি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ভোরের সময় আমার উপর দয়ার দরজা খুলে গেলো, আমি নিজেকে স্বপ্নের জগতে কোন এক মসজিদের ভেতর দেখলাম, ইতোমধ্যে কেউ ঘোষণা করলো: "নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে আসছেন এবং নামাযের ইমামতি করবেন।" কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শায়খাইন তথা হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও উমর ফারুকে আযম رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا সহ তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং আমার চোখ খুলে গেলো। শুধু এক ঝলক দেখলা এবং সেই সুন্দর অবয়ব কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো, এতেই মন ভরে উঠলো এবং চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল, এমনকি কাঁদতে কাঁদতে আমার হেচকী উঠে গেলো, হায়!

**ইতনি মুদ্দত তক হো দীদে মুসহাফে আরিয নসীব**
**হিফয করলো নাযেরা পড় পড়কে কুরআনে জামাল**

**(যওকে নাত ১৬৪)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰه এরপর আমার অন্তরে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর প্রতি ভালবাসা আরো বৃদ্ধি পেলো বরং আমি দাওয়াতে ইসলামীরই হয়ে গেলাম। ঘর থেকে আমি বাবুল মদীনা করাচী রওয়ানা হয়ে গেলাম এবং দরসে নিজামী করার জন্য জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি হয়ে গেলাম। এই বয়ান দেওয়ার সময় দরজায়ে উলাতে ইলমে দ্বীন অর্জন করার পাশাপাশি সাংগঠনিকভাবে যেলী হালকার কাফেলা যিম্মাদার হিসাবে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজের সাড়া জাগানোর চেষ্টা করছি।



www.dawateislami.net

জলওয়ায়ে ইয়ার কি আরযু হে আগর
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ
মিঠে আক্বা করেঙ্গে করম কি নযর
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৩৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## ইমাম আযম, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের উক্তি সমূহ

ইমাম আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পক্ষ থেকে এ প্রসঙ্গে দু'টি উক্তি বর্ণিত আছে: (১) লাইলাতুল কদর রমযানুল মোবারকেই রয়েছে কিন্তু কোন রাত তা নির্ধারিত নয়। (২) ইমাম আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এক প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে: লাইলাতুল কদর পুরো বছরই ঘুরতে থাকে, কখনো রমযানুল মোবারক মাসে আর কখনো অন্যান্য মাসে। এই অভিমত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ও ইকরামা رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ থেকেও বর্ণিত। (ওমদাতুল কারী, ৮/২৫৩, ২০১৫ নং হাদীসের পাদটীকা)

ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মতে, "শবে কদর" রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিনে রয়েছে আর সেই রাতটি নির্দিষ্ট, এতে কিয়ামত পর্যন্ত কোন পরিবর্তন হবে না। (ওমদাতুল কারী, ৮/২৫৩, ২০১৫ নং হাদীসের পাদটীকা)

ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا এর মতে, লাইলাতুল কদর রমযানুল মোবারকেই, তবে কোন রাত নির্দিষ্ট নেই, আর তাঁর আরেকটি উক্তি হলো, রমযানুল মোবারকের শেষ পনের রাতের মধ্যে লাইলাতুল কদর হয়। (ওমদাতুল কারী, ৮/২৫৩, ২০১৫ নং হাদীসের পাদটীকা)



www.dawateislami.net

## শবে কদর পরিবর্তন হতে থাকে

ইমাম মালিকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মতে: শবে কদর রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিনের বিজোড় রাতগুলোর মধ্যে হয় কিন্তু কোন একটি রাত নির্ধারিত নেই, প্রতি বছর এ বিজোড় রাতগুলোতে ঘুরতে থাকে, অর্থাৎ কখনো ২১তম রাতে লাইলাতুল কদর হয়ে যায়, কখনো ২৩তম রাতে, কখনো ২৫তম, কখনো ২৭তম এবং কখনো কখনো ২৯তম রাতে শবে কদর হয়ে যায়। **(উমদাতুল ক্বারী, ১/৩৩৫)**

## শায়খ আবুল হাসান শাযেলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং শবে কদর

কাদেরীয়া শাযেলীয়া তরিকার মহান বুযুর্গ হযরত শায়খ আবুল হাসান শাযেলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "কখনো যদি রবিবার কিংবা বুধবার প্রথম রোযা হয় তবে ২৯তম রাতে, যদি সোমবার প্রথম রোযা হয় তবে ২১তম রাতে, যদি প্রথম রোযা মঙ্গল বা শুক্রবার হয় তবে ২৭তম রাতে, প্রথম রোযা বৃহস্পতিবার হলে ২৫তম রাতে এবং প্রথম রোযা যদি শনিবার হয় তবে ২৩তম রাতে শবে কদর পেয়েছি।" **(তাফসীরে সাভী, ৬/২৪০০)**

## ২৭তম রাত শবে কদর

যদিও বুযুর্গানে দ্বীন এবং মুফাসসীর ও মুহাদ্দিসরা رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام শবে কদর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে, তবে অধিকাংশেরই অভিমত হচ্ছে, প্রতি বছর রমযানুল মোবারকের ২৭তম রাতেই শবে কদর হয়ে থাকে। হযরত উবাই বিন কা'ব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মতে, রমযানের ২৭তম রাতেই "শবে কদর"। **(মুসলিম, ৩৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭৬২)**



www.dawateislami.net

হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও বলেন: শবে কদর রমযান শরীফের ২৭তম রাতে হয়ে থাকে। নিজের মতের সমর্থনে তিনি দু'টি দলিল বর্ণনা করেন: (১) "লাইলাতুল কদর" শব্দটিতে ৯টি বর্ণ রয়েছে এবং এ শব্দটি সূরা কদরে তিনবার রয়েছে, এভাবে 'তিনকে নয় দিয়ে গুণ করলে গুণফল হয় 'সাতাইশ', যা এ কথার দিকে ইঙ্গিত বহন করছে যে, শবে কদর ২৭তম রাতে হয়ে থাকে। (২) এ সূরা মোবারকায় ত্রিশটি শব্দ রয়েছে। তন্মধ্যে ২৭তম বর্ণ হচ্ছে, "هِيَ" যা দ্বারা 'লাইলাতুল কদর' বুঝানো হয়। সুতরাং যেন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নেককার লোকদের জন্য এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, রমযান শরীফের ২৭তম রাতই শবে কদর হয়ে থাকে। **(তাফসীরে আযীযি, ৩/২৫৯)**

## যেন শবে কদর পেয়ে গেলো

প্রিয় নবী, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحٰنَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم[১] তিনবার পাঠ করবে, তবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(ইবনে আসাকির, ৬৫/২৭৬)** সম্ভব হলে প্রতি রাতে তিনবার এই দোয়া পাঠ করে নেওয়া উচিৎ।

আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি প্রার্থীরা! সম্ভব হলে সারা বছরই প্রতি রাতে কিছু না কিছু নেককাজ অবশ্যই করে নেওয়া উচিৎ, কেননা জানি না কখন শবে কদর হয়ে যায়। প্রতিটি রাতে দু'টি ফরয নামায আসে, অন্যান্য নামাযের পাশাপাশি মাগরিব ও ইশার নামাযের জামাআতের প্রতি খুবই

১. **অনুবাদ:** অর্থাৎ আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়, যিনি প্রজ্ঞাবান ও দয়ালু, আল্লাহ পাকই, যিনি সাত আসমান ও বড় আরশের মালিক।



www.dawateislami.net

গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ, কারণ যদি শবে কদরে সেই দু'টি নামাযের জামাআত ভাগ্যে জুটে যায়, তবে اِنْ شَآءَ الله তরী তীরে পৌঁছে যাবে, বরং এমনিভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পাশপাশি প্রতিদিন এশা ও ফজরের নামাযের জমাআতের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার অভ্যাস গড়ে নিন। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী লক্ষ্য করুন: (১) যে ব্যক্তি এশার নামায জামাআত সহকারে পড়েছে, সে যেন অর্ধরাত কিয়াম করেছে এবং যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করেছে, সে যেন পুরো রাতই কিয়াম (ইবাদত) করেছে। **(মুসলিম, ৩২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৫৬)** (২) যে ব্যক্তি এশার নামায জামাআত সহকারে পড়েছে, নিশ্চয়ই সে যেন লাইলাতুল কদর থেকে নিজের অংশ অর্জন করে নিয়েছে।

**(মু'জামে কবীর, ৮/১৭৯, হাদীস ৭৭৪৫)**

আল্লাহ পাকের রহমত সন্ধানকারীরা! যদি সারা বছরই জামাআতে নামায পড়ার অভ্যাস থাকে, তবে শবে কদরেও এ দু'টি নামাযের জামাআত اِنْ شَآءَ الله নসীব হয়ে যাবে এবং রাতভর ঘুমানো সত্ত্বেও اِنْ شَآءَ الله প্রতিদিনের মতো শবে কদরেও পুরো রাত ইবাদতকারী হিসেবে গণ্য হবে।

## শবে কদরের দোয়া

সকল মুসলমানের আম্মাজান হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: আমি প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় দরবারে আরয করলাম: "ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যদি আমি শবে কদর সম্পর্কে জানতে পারি তবে আমি কি পড়বো?" ইরশাদ করলেন: "এভাবে প্রার্থনা করো: اَللّٰھُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّیْ



www.dawateislami.net

অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল এবং ক্ষমা করা পছন্দ কর, তাই আমাকে ক্ষমা করে দাও। **(তিরমিযী, ৫/৩০৬, হাদীস ৩৫২৪)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হায়! আমরাও যদি প্রত্যেক রাতে এ দোয়াটি কমপক্ষে একবার করে পড়ে নিই যে, কখনোতো শবে কদর ভাগ্যে নসীব হয়ে যাবে। আর ২৭তম রাতে এ দোয়া তো বারবার পাঠ করা উচিত।

## শবে কদরের নফল সমূহ

হযরত ইসমাঈল হক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "তাফসীরে রুহুল বয়ান" এর মধ্যে এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন: যে ব্যক্তি শবে কদরে একনিষ্ঠতার নিয়্যতে নফল পড়বে, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।

**(রুহুল বয়ান, ১০/৪৮০)**

যখন রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিন আসতো, তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইবাদতের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন, এর মধ্যে রাতে জাগ্রত থাকতেন এবং নিজ পরিবারের সদস্যদেরকে জাগাতেন।

**(ইবনে মাজাহ, ২/৩৫৭, হাদীস ১৭৬৮)**

হযরত ইসমাঈল হক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن এ দশদিন প্রতি রাতে দু'রাকাত নফল নামায শবে কদরের নিয়্যতে পড়তেন। তাছাড়া পূর্ববর্তী কিছু সংখ্যক বুযুর্গ থেকে উদ্ধৃত, যে প্রতি রাতে দশ আয়াত এ নিয়্যতে পড়ে নিবে, তবে এর বরকত ও সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে না।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয়ই এ রাতে বরকতের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। যেমনটি হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একবার



www.dawateislami.net

যখন রমযান শরীফ তাশরীফ নিয়ে আসলো তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের নিকট এমন এক মাস এসেছে, যাতে একটি রাত এমনও রয়েছে, যা হাজার মাস থেকে উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাত থেকে বঞ্চিত রয়েছে, সে যেন সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রয়েছে এবং এর কল্যাণ থেকে মূলতঃ হতভাগারাই বঞ্চিত হয়।"

**(ইবনে মাজাহ, ২/২৯৮, হাদীস ১৬৪৪)**

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আপনার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উসীলায় আমরা গুনাহগারদেরকে লাইলাতুল কদরের বরকত দ্বারা ধন্য হবার এবং অধিক পরিমাণে আপনার ইবাদত করার তৌফিক দান কর। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

**লাইলাতুল কদর মে মাতলাঈল ফযরে হক**
**মাঙ্গ কি ইস্তিকামত পে লাখো সালাম**

**(হাদায়িকে বখশিশ, ২৯৯ পৃষ্ঠা)**



www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

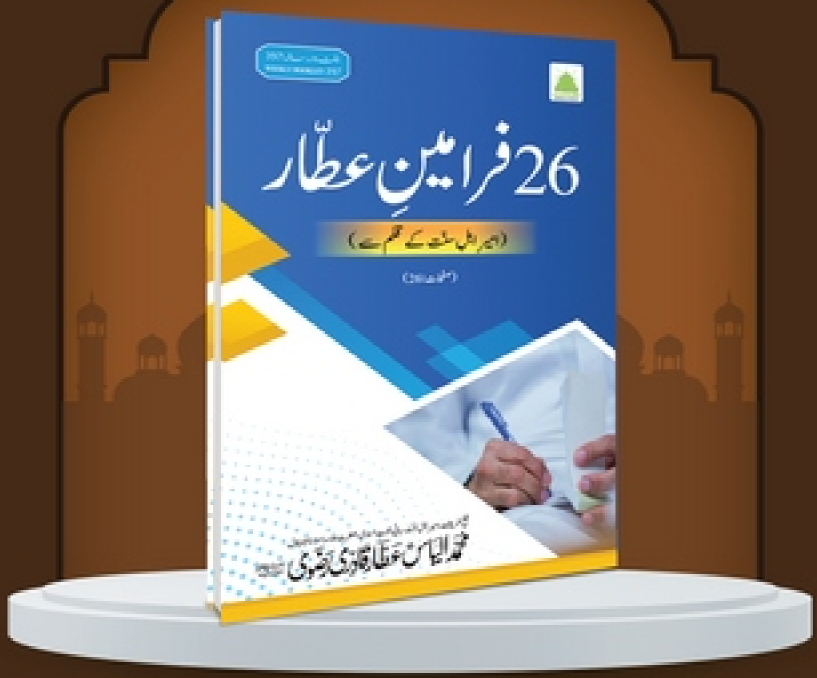


## মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net